পরিবেশ নীতি ১৯৯২
ও
বাস্তবায়ন কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সূচীপত্র

পরিবেশ নীতি ১৯৯২ .... ১

১। প্রস্তাবনা ও প্রেক্ষিতঃ ১

২। উদ্দেশ্যঃ ২

৩। নীতিমালাঃ ২

৩.১ কৃষিঃ ২

৩.২ শিল্প ঃ ২

৩.৩ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধানঃ ৩

৩.৪ জ্বালানী ঃ ৩

৩.৫ পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচঃ ৩

৩.৬ ভূমিঃ ৪

৩.৭ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্রঃ ৪

৩.৮ মৎস্য ও পশুসম্পদ ঃ ৪

৩.৯ খাদ্য ঃ ৪

৩.১০ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশঃ ৫

৩.১১ যোগাযোগ ও পরিবহনঃ ৫

৩.১২ গৃহ ও নগরায়নঃ ৫

৩.১৩ জনসংখ্যাঃ ৫

৩.১৪ শিক্ষা ও গণ-সচেতনতাঃ ৬

৩.১৫ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণাঃ ৬

৪। আইনগত কাঠামোঃ ৬

৫। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ ৬

পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম ৭

পরিবেশ নীতি ১৯৯২

১। প্রস্তাবনা ও প্রেক্ষিতঃ

প্রকৃতি এবং পরিবেশের উপর প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব ও উন্নতি নির্ভরশীল। সাম্প্রতিককালে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমাবনতি সকল প্রকার প্রাণের অস্তিত্ব এবং মানব সভ্যতার উন্নয়নের একটি মারাত্মক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

বাংলাদেশে পরিবেশের উপর বিভিন্ন বিরুপ প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। দেশে উপর্যুপরী বন্যা, খরা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার প্রাথমিক লক্ষণাদি, নদ-নদীতে লবণাক্ততার বিস্তার, ভূমিক্ষয়, বনাঞ্চলের দ্রুত হ্রাস, জলবায়ু ও আবহাওয়ার অস্থিরতাসহ অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যা বিদ্যমান। এই প্রেক্ষিতে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যকলাপ সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তর গঠন এবং দেশের প্রধান প্রধান পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয় সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকেও সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যাদি যেমন জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপ্রতুল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, গণসচেতনতার অভাব ইত্যাদি দুরুহ প্রতিবন্ধকতা হিসাবে দেখা দিয়াছে বিধায় পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সংগে এই গুলিকেও সামগ্রিক এবং সমন্বিতভাবে সমাধান করা প্রয়োজন। একটি সুনির্দিষ্ট জাতীয় নীতিমালার আওতায় প্রাসংগিক সমস্যাদির সমাধান ও এই বিষয়ে সরকারের অংগীকারের যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব।

পরিবেশ প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকার মনে করে যে ঃ-

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়ের সহিত বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও সম্পদের ভিত্তি সরাসরিভাবে সম্পর্কিত বিধায় এই বিষয়ে সমন্বিত সতর্কতা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

১.১ বাংলাদেশের অবস্থান, পরিবেশের অবক্ষয় ও ক্রমাবনতি এবং সম্পদ ব্যবহারে নাগসই প্রযুক্তি, টেকসই পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার অভাব একটি সমন্বিত ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক পরিবেশ নীতি গ্রহণের বিষয়টিকে অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছ।

১.২ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রকার জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকল্পে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই ইহা নিশ্চিত করা যায়।

১.৩ দেশের প্রাকৃতিক দূর্যোগজনিত সমস্যাদির তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধানকল্পে এই বিষয়টিকে দেশের সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার অভিভাজ্য অংশ হিসাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১.৪ দেশে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশ তথা বিশ্বব্যাপী পরিবেশ উন্নয়ন ও সম্পদের পরিবেশ সম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব ও আবশ্যক।

২। *উদ্দেশ্যঃ*

পরিবেশ নীতির উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

২.১ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়ন।
২.২ দেশকে প্রাকৃতিক দূর্যোগ হইতে রক্ষা।
২.৩ সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকান্ড সনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ।
২.৪ সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ সম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।
২.৫ সকল জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশ সম্মত ব্যবহারের নিশ্চিয়তা বিধান।
২.৬ পরিবেশ সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সহিত যথাসম্ভব সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা।

৩। *নীতিমালাঃ*

পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম দেশের সকল অঞ্চল এবং উন্নয়ন সেক্টরে বিস্তৃত। তাই পরিবেশ নীতির সার্বিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনে এই নীতিমালা ১৫টি খাতে নিম্নে বর্ণিত হইলঃ

৩.১ কৃষিঃ

৩.১.১ কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত সকল প্রচেষ্টা ও প্রযুক্তি পরিবেশ সম্মতকরণ।
৩.১.২ উন্নয়ন কর্মকান্ডে সকল কৃষি সম্পদের ভিত্তি সংরক্ষণ এবং উহাদের পরিবেশ সম্মত ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান।
৩.১.৩ কৃষি ক্ষেত্রে যে সকল রাসায়নিক ও কৃত্রিম উপকরণ ও উপাদান ভূমির উর্বরতা ও জৈবগুণ বিনষ্ট করাসহ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলিয়া থাকে উহাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং উক্ত উপরকরণসমূহ ব্যবহারকালে কৃমি শ্রমিকের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগ্রহণের বিধান করা। সেই সাথে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক সার ও কীট নাশকের ব্যবহার উৎসাহিত করণ।
৩.১.৪ কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্পদের টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশ সম্মত উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।
৩.১.৫ পরিবেশসম্মত প্রাকৃতিক তন্তু যথা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।

৩.২ শিল্প ঃ

৩.২.১ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩.২.২ সরকারি ও বেসরকারি সকল ক্ষেত্রে নূতন শিল্প স্থাপনের পূর্বে পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপনের (ই আই এ) ব্যবস্থা করণ।
৩.২.৩ পরিবেশ দূষণ করে এমন পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প স্থাপন নিষিদ্ধকরণ, স্থাপিত শিল্পসমূহ পর্যায়ক্রমে বন্ধকরণ এবং এই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের পরিবেশসম্মত বিকল্প পণ্য উদ্ভাবন/প্রচলনের মাধ্যমে ঐ সকল পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ।

৩.২.৪ শিল্প ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং এতদসংক্রান্ত গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ এবং অনুরূপ কার্যক্রমকে শ্রমের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার ও ন্যায়সংগত মূল্য প্রদানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ।

৩.২.৫ শিল্পে কাঁচামালের অপচয়রোধ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩.৩ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধানঃ

৩.৩.১ দেশের সকল ক্ষেত্রে ও সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনস্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকারক কর্মকান্ড প্রতিরোধকরণ।

৩.৩.২ দেশের স্বাস্থ্যনীতিতে পরিবেশ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা সম্পৃক্তকরণ।

৩.৩.৩ স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবেশ বিষয়ক কারিকুলাম অন্তভুক্তকরণ।

৩.৩.৪ শহর ও পল্লী এলাকায় স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ গড়িয়া তোলা।

৩.৩.৫ শ্রমিকদের কর্মস্থল স্বাস্থ্য সম্মত রাখার ব্যবস্থাকরণ।

৩.৪ জ্বালানী ঃ

৩.৪.১ যে সকল জ্বালানী পরিবেশ দূষণ করে সেইগুলির ব্যবহার হ্রাস ও নিরুৎসাহিতকরণ এবং পরিবেশ সম্মত ও কম ক্ষতিকারক জ্বালানী ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।

৩.৪.২ জ্বালানী হিসাবে কাঠ, কৃষি বর্জ্য ইত্যাদির ব্যবহার হ্রাস ও বিকল্প জ্বালানী ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।

৩.৪.৩ আণবিক শক্তির ব্যবহারে বিরূপ পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ সতর্কতা গ্রহণ এবং সকল প্রকার আণবিক দূষণ ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.৪.৪ জ্বালানী সাশ্রয়ের জন্য উন্নত ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ব্যবহার ও উহার দ্রুত সম্প্রসারণ।

৩.৪.৫ দেশের মওজুদ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী সংরক্ষণ।

৩.৪.৬ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ আহরণ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের ব্যবস্থাকরণ।

৩.৫ পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচঃ

৩.৫.১ দেশের সকল পানি সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩.৫.২ পানি সম্পদ উন্নয়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাদি ও সেচ নেটওয়ার্ক যাহাতে পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তাহা নিশ্চিতকরণ।

৩.৫.৩ বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাঁধ নির্মাণ, নদী ও খাল খনন প্রভৃতি গৃহীত ব্যবস্থাদি যাহাতে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশসম্মত হয় তাহা নিশ্চিয়তা বিধান।

৩.৫.৪ পানি সম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দূরীকরণ।

৩.৫.৫ দেশের হাওর, বাওর, বিল, ঝিল, নদী প্রভৃতি সকল জলাশয় ও পানি সম্পদকে দূষণমুক্ত রাখা।

৩.৫.৬ ভূগর্ভস্থ ও ভুউপরিস্থ পানির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা বিজনাভিত্তিক টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশ সম্মতকরণ।

৩.৫.৭ সকল পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের আছে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের ব্যবস্থাকরণ।

৩.৬ ভূমিঃ

৩.৬.১ ভারসাম্যমূলক পরিবেশসম্মত জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৩.৬.২ ভূমিক্ষয় রোধ, উর্বরতা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি ভূমি পুনরুদ্ধার ও নতুন জাগিয়া উটা ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ।

৩.৬.৩ দেশের বিভিন্ন ইকো-সিস্টেমের (উপড়-ুংঃবস) সহিত সংগতিপূর্ণ ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি প্রবর্তনে উৎসাহ প্রদান।

৩.৬.৪ জমির লবণাক্ততা ও ক্ষারতার প্রভাব রোধকরণ।

৩.৭ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্রঃ

৩.৭.১ দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশগত ভারসাম্য ও আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় বন ও বৃক্ষ্যদি সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন।

৩.৭.২ সকল সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মকান্ডে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী অন্তর্ভূক্তকরণ।

৩.৭.৩ বন ভূমি ও বনজ সম্পদের সংকোচন ও ক্ষয়রোধ বন্ধকরণ।

৩.৭.৪ বনজ সম্পদের বিকল্প উদ্ভাবন ও উহার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান।

৩.৭.৫ দেশের বন্য প্রাণী ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা জোরদারকরণ এমং এতদসংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ে সহায়তা প্রদান।

৩.৭.৬ দেশের জালাভূমি ও অতিথি পাখীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

৩.৮ মৎস্য ও পশুসম্পদ ঃ

৩.৮.১ মৎস্য ও পশুসম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

৩.৮.২ মৎস্য সম্পদের উৎস হিসাবে চিহ্নিত জলাভূমিগুলির সংকোচন প্রতিরোধ এবং সংস্কারমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণে উৎসাহ প্রদান।

৩.৮.৩ মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপসমূহ যাহাতে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও অন্যান্য ইকো-সিস্টেমের প্রতি কোনরূপ বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তাহা নিশ্চিতকরণ।

৩.৮.৪ মৎস্য সম্পদের ক্ষতিকারক পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের পুনঃ মূল্যায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন পূর্ব মাছ চাষের বিকল্প ব্যবস্থাকরণ।

৩.৯ খাদ্য ঃ

৩.৯.১ খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বন্টন পদ্ধতি স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্মতভাবে নিষ্পন্ন হওয়া নিশ্চিতকরণ।

৩.৯.২ বিনষ্ট খাদ্যদ্রব্য পরিবেশ সম্মতভাবে নিষ্পতিকরণ।

৩.৯.৩ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে এইরুপ খাদ্যদ্রব্য আমদানী নিষিদ্ধকরণ ।

৩.১০ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশঃ

৩.১০.১ দেশের উপকুলীয় ও মামুদ্রিক ইকো-সিষ্টেম (উপড়-ংুংঃবস) এবং সম্পদের পরিবেশ সম্মত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

৩.১০.২ উপকুলীয় ও সামুদ্রিক এ।াকায় সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দূষণমূলক কর্মকান্ড প্রতিরোধকরণ।

৩.১০.৩ উপকূলীয় ও সামদ্রিক পরিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় গবেষণা জোরদারকরণ।

৩.১০.৪ উপকূল ও সামুদ্রিক অঞ্চলে ধৃত মাছের পরিমাণ সর্বোচ্চ সহনশীল সীমায় রাখা।

৩.১১ যোগাযোগ ও পরিবহনঃ

৩.১১.১ স্থলপথ, রেল, বিমান ও অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ ব্যবস্থা যাহাতে কোনরূপে পরিবেশ দূষণ বা সম্পদের অবক্ষয়মূলক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তাহা নিশ্চিতকরণ এবং এই ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.১১.২ সড়ক, রেল, বিমান ও নৌ-পথ চলাচলাকারী যানবাহন এবং জনগণ যাহাতে পরিবেশ দূষণমূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত না হয় তাহা নিশ্চিতকরণ এবং অনুরূপ যানবাহন পরিচালনায় নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.১১.৩ অভ্যন্তরীণ ও নৌ-বন্দর ও ডকইয়ার্ডসমূহ কর্তৃক পানি ও স্থানীয় পরিবেশ দূষণমূলক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ।

৩.১২ গৃহ ও নগরায়নঃ

৩.১২.১ গৃহায়ন ও নগরায়ন সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনা এবং গবেষণায় পরিবেশগত চিন্তা সম্পৃক্তকরণ।

৩.১২.২ শহর ও গ্রামাঞ্চলে বর্তমান আবাসিক এলাকাসমূহে পর্যায়ক্রমে পরিবেশ সম্মত সুযোগ-সুবিধাদি সম্প্রসারণ।

৩.১২.৩ স্থানীয় ও সার্বিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী গৃহায়ন ও নগরায়ন নিয়ন্ত্রণ।

৩.১২.৪ নগরীর সৌন্দর্য বর্ধনে জলাশয়ের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ।

৩.১৩ জনসংখ্যাঃ

৩.১৩.১ জনশক্তি সমন্বিত, সুপরিকল্পিত ও পরিবেশ সম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩.১৩.২ সরকারের জনসংখ্যা নীতি ও কার্যকলাপে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক চিন্তা সম্পৃক্তকরণ।

৩.১৩.৩ উন্নয়নমূলক কাজে মহিলাদের ভূমিকা নিশ্চিতকরণ।

৩.১৩.৪ উন্নয়নমূলক কাজে বেকার জনশক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ।

৩.১৪ শিক্ষা ও গণ-সচেতনতাঃ

৩.১৪.১ শিক্ষার প্রসার ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে জনগণকে অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.১৪.২ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সকল জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী এবং পরিবেশ সম্মত ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক গণ-সচেতনতা সৃষ্টিকরণ।

৩.১৪.৩ প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা ও মাধ্যমে পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ও তথ্যের ব্যাপক অন্তর্ভুক্তি ও প্রসার নিশ্চিতকরণ।

৩.১৪.৪ প্রাসংগিক সকল কাজে জনগণকে স্বতঃস্ফূর্ত ও সরাসরি অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।

৩.১৪.৫ সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারিদের এবং শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে পরিবেশ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তকরণ।

৩.১৫ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণাঃ

৩.১৫.১ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির আওতায় পরিবেশ দূষণ তদারক ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ।

৩.১৫.২ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সকল জাতীয় সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী, টেকসই ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন উৎসাহিতকরণ।

৩.১৫.৩ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি (১৯৮৬) এর আওতায় গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহে পরিবেশগত বিবেচনা একটি অপরিহার্য অংগ হিসাবে সংযোজন।

৩.১৫.৪ সকল গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে তাহাদের গবেষণা ক্ষেত্রসমূহের পরিবেশগত দিক বিবেচনার ব্যবস্থা রাখা।

৪। আইনগত কাঠামোঃ

৪.১ পরিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ এবং দূষণ ও অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণের সহিত সম্পর্কিত সকল বর্তমান আইন সময়োপযোগী করিয়া সংশোধন।

৪.২ পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে নূতন আইন প্রণয়ন।

৪.৩ প্রাসংগিক সকল আইনের বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ এবং এতদসম্পর্কে ব্যাপক গণ-সচেতনতা সৃষ্টিকরণ।

৪.৪ পরিবেশ সংক্রান্ত যে সকল আন্তার্জাতিক আইন/কনভেনশন/প্রটোকল বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য তাহা অনুমোদনকরণ এবং ঐ সকল আইন/কনভেনশন/প্রটোকলের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের সংশোধন/পরিবর্তন সাধন।

৫। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ

৫.১ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এই নীতি বাস্তবায়নের কাজ সমন্বয় করিবে।

৫.২ এই নীতি বাস্তবায়নের কাজে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে একটি জাতীয় পরিবেশ কমিটি গঠন।

৫.৩ ভবিষ্যতে দেশের পরিবেশগত অবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এই নীতি যথাযথভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্ত্রক সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫.৪ পরিবেশ অধিদপ্তর সকল ই আই এ এর চূড়ান্ত পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রদান করিবে।

পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম

জাতীয় পরিবেশ নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং বিভিন্ন গৃহীত নীতিমালা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট কার্য-পরিকল্পনা থাকা অপরিহার্য্য। নিম্নে এতদসংক্রান্ত কায-পরিকল্পনা খাতওয়ারীভাবে সুপারিশ করা হইলঃ

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১। কৃষিঃ		
১.১	কৃষিক্ষেত্রে ভূমির জৈবগুণ বৃদ্ধি উর্বরতা সংরক্ষণ ও টেকসই কৃষি পদ্ধতি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটি মাঠভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ের সমীক্ষা পরিচালনা করিতে হইবে এবং উহার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল গ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ঘ। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ঙ। পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট চ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট ছ। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট জ। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন।
১.২	রাসায়নিক বালাই ও কীট নাশকের (ঈযবসরপধষ ওহংবপঃরপরফব ধহফ চবংঃরপরফব) হইবে। যে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে সকল বালাইনাশক রাসায়নিক দ্রব্যের বিষাক্ততা পরিবেশে দীর্ঘকাল বিরাজমান থাকে এবং ক্রমাগত পুঞ্জীভুত হয় (যেমন-ডিডিটি, ক্লোরিনেটেড হাই-ড্রোকার্বন সমৃদ্ধ যোগ) তাহাদের উৎপাদন, আমদানী ও ব্যবহার বাস্তব অবস্থা বিবেচনাপূর্বক ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রণ করিয়া যত দ্রুত সম্ভব নিষিদ্ধ ঘোষণা করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে দ্রুত বিভাজনের ফলে কার্যকারিতা অচিরেই বিনষ্ট নয় এই ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করা যাইবে। প্রাকৃতিক বালাইনাশক ব্যবহারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে এবং সমন্বিত কীটনাশক ব্যবস্থাপনা চালু করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ঘ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।
১.৩	রাসায়নিক সার ব্যবহার যথাযথ ও নিয়ন্ত্রিতভাবে করিতে হইবে এবং জৈব সার ব্যবহারের উপর ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।
১.৪	বিদেশ হইতে যে কোন প্রকার বীজ, চারা ও গাছপালা আমদানীর ক্ষেত্রে যথাযথ কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। বন অধিদপ্তর গ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ঘ। মুখ্য আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		ঙ। প্লান্ট প্রটেকশন উইং চ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ছ। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন।
১.৫	কীট-পতংগ নাশের জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেমন ব্যাঙ, মাছ, গুইসাপ, সাপ, কচছপ, বন্যাপ্রানী ইত্যাদির সংরক্ষণ, নিরাপত্তা ও প্রাকৃতিক পরিবেশে বংশ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। বন অধিদপ্তর গ। মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় ঘ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ঙ। জেলা প্রশাসকগণ চ। মুখ্য আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
১.৬	এলাকা ভিত্তিক পরিবেশ উপযোগী এবং বর্ধিত জনসংখ্যা ও জাতীয় অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং অত্যধিক চাপের সম্মুখীন কৃষি শষ্য ও কৃষি পণ্যের বিকল্প চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১.৭	কৃত্রিম (সিনথেটিক) আঁশের ব্যবহার হ্রাসের মাধ্যমে প্রাকৃতিক তন্তু যথা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে।	ক। পাট মন্ত্রণালয় খ। শিল্প মন্ত্রণালয় গ। সেচ,পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়।
২।	শিল্পঃ	
২.১	পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক চিহ্নিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে যথাশ্রীঘ্র সম্ভব পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। শিল্প মন্ত্রণালয় গ। জ্বালানী ও খনিজ সম্পমদ মন্ত্রণালয় ঘ। বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা ঙ। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা চ। বাংলাদেশ বন শিল্প সংস্থা ছ। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা জ। পাট মন্ত্রণালয়। ঝ। বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন ঞ। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন। ট। বিনিয়োগ বোর্ড ঠ। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ড। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ঢ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ণ। বস্ত্র পরিদপ্তর ত। স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২.১	প্রতিষ্ঠিত সকল দূষণ সম্ভাবনাময় শিল্পে পরিবেশ দূষণ	ক। শিল্প মন্ত্রণালয়

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।	খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গ। পরিবেশ অধিদপ্তর। ঘ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ঙ। পাট মন্ত্রণালয়
২.৩	সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে সকল নূতন শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরুপন (ই আই এ) এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। পরিকল্পনা কমিশন গ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ঘ। পরিবেশ অধিদপ্তর ঙ। বিনিয়োগ বোর্ড চ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ছ। বস্ত্র পরিদপ্তর।
২.৪	আবাসিক এলাকার মধ্যে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রমান্বয়ে উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরের প্রচেষ্টা নেওয়া হইবে এবং পরিকল্পিতভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে স্থান চিহ্নিত করিতে হইবে।	ক। শিল্প মন্ত্রণালয় খ। ভূমি মন্ত্রণালয় গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ঘ। পূর্ত মন্ত্রণালয় ঙ। শহর উন্নয়ন সংস্থাসমূহ চ। জেলা প্রশাসকগণ ছ। পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহ জ। উপজিলা প্রশাসনসমূহ ঝ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ঞ। বস্ত্র পরিদপ্তর।
২.৫	পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক এবং জৈব-ক্ষয়িষু নয় এইরূপ পণ্য উৎপাদনকারী নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন অনুমোদন পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ঘ। বিনিয়োগ বোর্ড
২.৬	যে কোন প্রকার ক্ষতিকারক ও বিষাক্ত বর্জ্যকে কাঁচামাল হিসাবে আমদানী বা ব্যবহার করিয়া কোন প্রকার শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।	ক। শিল্প ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ঘ। মুখ্য আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ঙ। বিনিয়োগ বোর্ড চ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ছ। বস্ত্র মন্ত্রণালয়।
২.৭	শিল্প ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতিকারক ভারী ধাতু (ঐবধাু গবঃধষ) যথা মারকারি, ক্রোমিয়াম, লেড ইত্যাদি ব্যবহার নিরুৎসাহিত করিবার মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিষিদ্ধ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। শিল্প মন্ত্রণালয় খ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গ। বিনিয়োগ বোর্ড ঘ। পরিবেশ অধিদপ্তর।

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.৮	দূষণকারী শিল্প কারখানায় দূষণ পরিবীক্ষণ করিবার নিজ নিজ ব্যবস্থা থাকার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।	ক। শিল্প ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খ। পরিবেশ অধিদপ্তর গ। বিনিয়োগ বোর্ড ঘ। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠাসমূহ ঙ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় চ। বস্ত্র পরিদপ্তর
২.৯	শিল্পে ''ওয়েষ্ট পারমিট/কনসেন্ট অর্ডার'' পদ্ধতি চালু করিতে হইবে যাহাতে বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণ ব্যবস্থার উন্নতি হয়।	ক। শিল্প ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খ। পরিবেশ অধিদপ্তর গ। বিনিয়োগ বোর্ড ঘ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ঙ। বস্ত্র পরিদপ্তর
২.১০	শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন পদার্থের পুনঃ ব্যবহারের মাধ্যমে বর্জ্য হ্রাসের বিষয়টি উৎসাহিত করিতে হইবে।	ক। শিল্প ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খ। বিনিয়োগ বোর্ড গ। পরিবেশ অধিদপ্তর ঘ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ঙ। বস্ত্র পরিদপ্তর
২.১১	শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। নিপসম খ। প্রধান কারখানা পরিদর্শকের দপ্তর গ। পরিবেশ অধিদপ্তর ঘ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ঙ। শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় চ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ছ। বস্ত্র পরিদপ্তর।
৩।	স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধানঃ	
৩.১	পল্লী ও শহর এলাকায় বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং কাঁচা ও ঝুলন্ত পায়খানার পরিবর্তে স্বল্প খরচের পায়খানার পরিবর্তে স্বল্প খরচের স্যানিটারী পদ্ধতির পায়খানা চালু করিতে হইবে।	ক। স্থানীয় সরকার বিভাগ খ। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর গ।পৌর প্রশাসন সমূহ
৩.২	দেশের নদী-নালা, খাল-বিলসহ যে কোন জলাশয়ে শিল্প পৌর, কৃষি ও অন্য প্রকার দূষিত/ ক্ষতিকারক বর্জ্য নিক্ষেবিষয়টিকে যলাযথ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাম্যমে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রন করিতে হইবে।	ক।পরিবেশ অধিদপ্তর খ। স্থানীয় সরকার প্রতিস্যাননমূহ
৩.৩	শহরাঞ্চলে খোলাগাড়ীতে ও দিবাভাগে ডাস্টবিন বা আবর্জনা স্তূপ হইতে বর্জ্য সংগ্রহ পরিবহন ও স্তূপীকরণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।	ক। স্থানীয় সরকার বিভাগ খ। পৌর কর্তৃকপক্ষসমূহ
৩.৪	এক্স- রেসহ সকল তেজষ্ক্রিয় পদার্থ, পারমাণবিক পদার্থ, তেজস্কিক্রয় বর্জ্যপদার্থ, তেজষ্ক্রিয় যন্ত্রপাতি, পারমাণবিক গবেষরা ও শক্তি চুল্লী প্রভৃতির ব্যবহার ও কার্যক্রমের	ক। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় খ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ গ। পরমাণু শক্তি কমিশন

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	ব্যবহারজনিত ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হইতে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষাকল্পে সকল পদক্ষেপ গ্রহর কাঁরিতে ইবে।	ঝ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ঙ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় চ। বস্ত্র পরিদপ্তর
৩.৫	স্বাস্থ্য শিক্ষা পাঠক্রমেপরিবেশ বিষয় অর্ন্তভুক্ত করিতে হইবে।	ক। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় খ। স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো